আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ড্রেন-রাস্তার চরম দুর্ভোগ, স্থানীয়দের উদ্যোগে সংস্কার শুরু

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ড্রেন ও ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পৌরসভার কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় শেষ পর্যন্ত নিজ উদ্যোগেই ড্রেন পরিষ্কার ও রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বছরের পর বছর ধরে ওই এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশা বিরাজ করছে। সামান্য বৃষ্টিতেই ড্রেনের পানি উপচে রাস্তায় উঠে আসে এবং অনেক সময় বাসাবাড়ির ভেতরেও ঢুকে পড়ে। এতে পুরো এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

এ অবস্থায় স্থানীয়দের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রায় ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ড্রেন পরিষ্কার ও আংশিক রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। সোমবার (৫ এপ্রিল) সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ড্রেনের ঢাকনা খুলে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হচ্ছে, যাতে পানি চলাচল স্বাভাবিক থাকে। পাশাপাশি কাঁচা ও ভাঙা রাস্তাগুলো সংস্কারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে এক স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আমরা পৌরসভা থেকে কোনো ধরনের নাগরিক সুবিধা পাই না। বৃষ্টি হলেই ড্রেনের পানি ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে যায়। বাধ্য হয়ে নিজেরাই কাজ শুরু করেছি।”

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ, ড্রেন সংস্কার, রাস্তা উন্নয়ন কিংবা জলাবদ্ধতা নিরসনে পৌরসভার কার্যকর কোনো উদ্যোগ দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। ফলে দিন দিন স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।

এলাকাবাসী দ্রুত আলমডাঙ্গা পৌর প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা হিসেবে নাগরিকদের মৌলিক সেবা

নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তারা উন্নত ও টেকসই সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত সড়ক বাতি এবং জনস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত স্থায়ীভাবে ড্রেন ও রাস্তার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন না হলে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপই এখন এলাকাবাসীর একমাত্র প্রত্যাশা।

মেহেরপুরে পৌর পানি নিষ্কাশনের ড্রেনে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা আবর্জনা পায়নি

২১ বছর আগে নির্মিত মেহেরপুর জেলা শহরের কাথুলী সড়কে পৌরসভার ২১ বছর আগে নির্মিত ড্রেণে পৌরবাসীর অভিযোগে আবর্জনা তুলতে গিয়ে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা কোন আবর্জনা পায়নি। ২১ বছর আগে নির্মিত পানি নিষ্কাশন ড্রেনটি এপর্যন্ত পরিষ্কার করা হয়নি।

৭ ফিট গভিরতার ড্রেণটি ৫ফিট মাটিতে ভরাট হয়ে গেছে। একটু বৃষ্টি হলেই আবাসিক পানি নিষ্কাশন ড্রেণ হয়ে বাসাবাড়িতে চলে যাচ্ছে ড্রেণের ময়লা পানি। পচা ও দূর্গন্ধযুক্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়ছে রোগ জীবানু। পৌর প্রশাসককে অভিযোগ করলে রোববার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা ভরাট উত্তোলন করতে গিয়ে কোন আবর্জনা না পেয়ে ফিরে আসে।

মেহেরপুর শহর ও আশপাশের এলাকায় অপরিকল্পিত ও নাজুক ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে দূর্ভোগের কবলে পৌরবাসী দির্ঘদিন ধরে। কোন কোন ড্রেণ প্রায় দুই যুগ পরিষ্কার করা হয়নি। ভরাট হয়ে গেছে সেসব ড্রেণ। আবাসিক পানি নিষ্কাশনের সংযোগ ওইসব ড্রেণে। ড্রেণগুলো ভরাট হবার কারণে বৃষ্টি হলেই ড্রেণের নোংরা পানি বিভিন্ন বাড়িতে

ঢুকে পড়ছে। রাস্তা-ঘাটও ড্রেণের নোংরা পনিতে সয়লাব হওয়াতে পথচারীদের বিপাকে পড়তে হচ্ছে। যানবাহন চলাচলেও সৃষ্টি হচ্ছে চরম দুর্ভোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে সমস্যাটি চলমান থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। অপরিকল্পিত ড্রেন ও যুগ যুগ ধরে ড্রেণ পরিষ্কার না করায় বৃষ্টির সময় ড্রেণের পানি আবাসিক বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ওই ড্রেণের নোংরা পানি উঠে এসে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে, যা পথচারীদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হাকিম বলেন, “বৃষ্টি হলেই ঘর থেকে বের হতে ভয় লাগে। রাস্তার ওপর পানি ড্রেনের নৌংরা পানির দুর্গন্ধ।” আরেকজন ব্যবসায়ী জানান, “ ড্রেণ ভরাট হয়ে যাবার কারণে ড্রেণের পানি উপচে দোকানের সামনে জমে থাকে, ক্রেতা আসতেই চায় না। ব্যবসা মার খাচ্ছে।”

কাথুলী সড়কের মফিজুর রহমান অভিযোগ করেন। তাদের বাড়ির সামনের ২শ মিটার ড্রেণ ২১ বছর আগে নির্মিত হয়েছে। এপর্যন্ত একদিনের জন্যও পরিষ্কার করা হয়নি। ড্রেণটি এখন মশার প্রজনন কেন্দ্র হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা এই সমস্যার মূল কারণ। মেহেরপুর শহরের অনেক এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণের সময় কোনো ধরনের পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়নি। আবার পুরোনো ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় ময়লা-আবর্জনায় আটকে থাকে, ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই ড্রেন উপচে পড়ে। তাছাড়া পানি নিষ্কাশন ড্রেণ নির্মাণের আগে ড্রেণের লেবেল নক্সা প্রণয়ন করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে অপরিকল্পিতভাবে ড্রেণগুলো নির্মিত হয়েছে। ফলে ড্রেণে পানি আটকে থাকে। পৌর প্রকৌশলী বলছেন- ড্রেণ সংস্কারের পরিকল্পনা আছে।

এদিকে, সাধারণ মানুষ বলছেন, এমন আশ্বাস তাঁরা আগেও বহুবার শুনেছেন, কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। “শুধু পরিকল্পনা করে তো হবে না, বাস্তবায়ন দরকার। না হলে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি নেই,” বললেন ক্যাশব পাড়ার বাসিন্দা সালমা আক্তার। একই পাড়ার ইসমাইল হোসেন জানান, তাদের পাড়ার ড্রেণটি নির্মাণের একবছরের মধ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে ড্রেণটি কোন উপকারে আসেনি। সরেজমিনে দেখা যায়, পৌর এলাকায় বিভিন্ন সড়কে কোন উপকারে না আসা পানি নিষ্কাশন ড্রেণ অন্তত ২০ কিলোমিটার।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তুললেই কেবল এই সমস্যা থেকে মুক্তি সম্ভব। পাশাপাশি পৌরবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার, এবং আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি।

মেহেরপুর পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, “পৌর এলাকায় বিভিন্ন সময় নির্মিত ৪৩ কিলোমিটার ড্রেণ আছে। আমরা ড্রেন সংস্কারের পরিকল্পনা করছি। তবে বাজেট সীমিত হওয়ায় সব এলাকায় একসঙ্গে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।” তিনি আরও জানান, জনগণের সচেতনতা এবং আবর্জনা ড্রেনে না ফেলার প্রবণতা বাড়ানো গেলে কিছুটা উপকার হতে পারে। পৌরসভার প্রশাসকের দায়ীত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম জানান- পৌর পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আচরণ ভালো না। তিনি কাথুলী সড়কের ড্রেনটি পরিষ্কার করার জন্য কনজার্ভেটিভ ইন্সপেক্টর জহিরুল ইসলামকে জোর নির্দেশ দেন। রোববার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা এসে ২২ ফিট পর পর একঝুড়ি করে আবর্জনা তুলে ফিরে যায়।

দর্শনায় ড্রেন নির্মাণে জন-সাধারণের চলাচলে চরম দুর্ভোগ

দর্শনা মদনা গ্রামের ড্রেন নির্মাণ করতে গিয়ে জন-সাধারণের চলাচলে চরম দুর্ভোগে ফেলেছে ঠিকাদার রবিন।

পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা দক্ষিণ পাড়ার লোকজন জানান, অমাদের দক্ষিণ পাড়ার ৮/৯শত পরিবারের লোকজনের চলাচলের একমাত্র সড়কের মুখে ড্রেন করতে কালভাট খুড়ে চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

তারা জানান, অর্ধেক ঢালায় করে অর্ধেক সড়ক রেখে চলাচল ব্যবস্থা করে কালভাট নির্মাণ করার নিয়ম থাকলেও তা না করে সড়কের মুখে পুরা অংশ খাল করে জন-সাধারণের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর ড্রেনের মাটি প্রধান সড়কের উপর ফেলেছে। ফলে বৃষ্টিতে কাঁদা ও পানি জমে সড়কে চলাচল করতে জন-সাধারণকে চরম দুভোর্গ পোহাতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে ঠিকাদার রবিন এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ফোনে পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করলেন পৌর মেয়র

মেহেরপুরের ৮ নাম্বার ওয়ার্ড হোটেল বাজার পাড়াই ৩৩ লক্ষ টাকার রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করেছেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বুধবার (৩ জুলাই) বিকেলে পৌর এলাকার ৮ নং ওয়ার্ডে দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে এই নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৈয়দ মঞ্জুরুল কবির (রিপন), ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর মোছাঃ রোকসানা কামাল রুনু, পৌর যুবলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, মোঃ শাহজাহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান জানায়, মেহেরপুরের পৌর এলাকার ৮ নাম্বার ওয়ার্ডে হোটেল বাজার পাড়ায় ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।